দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17.9.84 ...
পৃষ্ঠা ... ...1... কলাম ...7... ...

সময়মত ফল প্রকাশ না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ

।। খায়রুল আনম ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষর ফল প্রকাশের কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ফলে পরীক্ষা দেয়ার পর ফলের জন্যে কোন কোন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের প্রায় বছরকাল অপেক্ষা করতে হয়। এতে করে শিক্ষা বর্ষের মেয়াদ বেড়ে যায় এবং পরীক্ষার্থীদের অনেকেই চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন।

নির্দিষ্ট সময় না থাকার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরা মাসের পর মাস উত্তরপত্র না দেখে ফেলে রাখেন। ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার এটাই কারণ বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮১ সালের ফাইনাল এমকম (ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে। এর ফল প্রকাশ করা হয় প্রায় ৯ মাস পর-গত ২০শে মে। পরীক্ষার্থী ছিলেন এক শ ৯৯ জন। অপরদিকে ১৯৮২ সালের বিএ অনার্স (বাংলা) পরীক্ষা যা ১৯৮৩ সালের জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় এর ফল প্রকাশিত হয় সাত মাস পর গত ৩রা মে। এতে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন তিন শ ৩০ জন।

মাত্র একজন পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশে সময় লেগেছে প্রায় তিন মাস এমন উদাহরণও আছে। যেমন ১৯৮২ সালের প্রিলিমিনারী এমএ (কোর্স পদ্ধতি) সংস্কৃত বিষয়ের পরীক্ষা হয় এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে। ফল প্রকাশ করা হয় মে মাসের ২১ তারিখ। পরীক্ষার্থী ছিলেন মাত্র একজন।

৯টি খাতা ছ মাসেও দেখা হয়নি

বাংলা বিভাগের ১৯৮৩ সালের এমফিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় চলতি বছরের মার্চ মাসে। এতে মাত্র ৯ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। প্রায় ছ মাস চলে গেলেও এ পরীক্ষার ফল এখনো প্রকাশিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে একজন পরীক্ষক তাঁর উত্তরপত্র এখনও জমা না দেয়াতেই ফল বের করা যাচ্ছে না। এমন উদা-

(শেষ পৃঃ ৫-এর ক কলাম)

দুর্ভোগ

(প্রথম পৃঃ পর)

হরণ আরও রয়েছে।

এম এ মতিন

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স, মাস্টার ডিগ্রী প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে এ গড়িমসি সবচেয়ে বেশি। তবে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে একটা সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়। তাতে কোন পরীক্ষক নির্ধারিত সময়ে খাতা দেখে জমা না দিতে পারলে তার পারিশ্রমিক থেকে 'ফাইন' হিসেবে টাকা কেটে নেয়া হয়। ফলে এ দুটি পরীক্ষার খাতা দেখা হয় কিছুটা নিয়ম মাফিক। ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলও মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে পকাশিত হয়। কিন্তু অনার্স এবং মাস্টার ডিগ্রী প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিলম্বের জন্যে পারিশ্রমিক কাটা বা কোন ব্যবস্থা নেয়ার নিয়ম নেই। ফলে এ সকল পরীক্ষার পরীক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়নে মাসের পর মাস সময় নেন। কর্তৃপক্ষ এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষককে বার বার অনুরোধ জানালেও কোন কাজ হয় না বলে জানা গেছে। অনেক সময় মাত্র একজন পরীক্ষকের খাতা দেখায় অহেতুক বিলম্বের কারণে কোন কোন বিভাগের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

উল্লেখ্য, পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে যায়। আবার অনার্স এবং মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফল সময় মত না পাওয়ার কারণে বিভিন্ন চাকরির জন্যে আবেদন